তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা ২০২৩

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট
নশিপুর, দিনাজপুর-৫২০০

তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা ২০২৩

প্রথম সংস্করণঃ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ
দ্বিতীয় সংস্করণঃ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিঃ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, নশিপুর, দিনাজপুর-৫২০০

সংকলন ও সম্পাদনা কমিটি

সভাপতিঃ ড. মোঃ আলমগীর মিয়া, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
সদস্যঃ ড. মোঃ আবুল আওলাদ খান, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
ড. মোঃ নুর আলম, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
শফিউল ইসলাম, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
সদস্য সচিবঃ ড. মোসাঃ মাসুমা আখতার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

প্রকাশনায়ঃ

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট
নশিপুর, দিনাজপুর-৫২০০
ফোনঃ ০২৫৮৮৮১৭৭৩০, ০২৫৮৮৮১৭৭৩১
ই-মেইলঃ dg.bwmri@bwmri.gov.bd/dg.bwmri@gmail.com
ওয়েবসাইটঃ www.bwmri.gov.bd

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৯ ধারায় জনগণের চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের ৭ ধারা মোতাবেক, জনগণই প্রজাতন্ত্রের সব ক্ষমতার মালিক। সুতরাং, জনগণের তথ্য অধিকার, তথা তথ্যে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা একান্ত আবশ্যক। এতে সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত এবং গণতন্ত্র সুসংহত হবে। এসব এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" পাশ করেছেন।

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট একটি সদ্য প্রতিষ্ঠিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে গম গবেষণা কেন্দ্র দিনাজপুরে স্থাপিত হয়েছিল। বিগত ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮খ্রি. তারিখে তৎকালীণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিনাজপুরে এক জনসভায় গম গবেষণা কেন্দ্র-কে পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউট-এ উন্নীতকরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। সে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২২ নভেম্বর ২০১৭ খ্রি. তারিখে অত্র ইনস্টিটিউটটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, নশিপুর, দিনাজপুর-এর প্রধান কাজ হলো প্রচলিত ও আধুনিক প্রজনন পদ্ধতি, বিভিন্ন সংক্রায়ন পদ্ধতি, জীন সনাক্তকরণ বা জিনোম এডিটিং পদ্ধতি -এসবের এক বা একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করে গম ও ভুট্টার সারা দেশ চাষযোগ্য রোগ প্রতিরোধী, তাপ সহিষ্ণু, পুষ্টি সমৃদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা। এছাড়া তাপ-খরা-লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাতও উদ্ভাবন করে থাকে। এসব জাতের প্রজনন বীজ উৎপাদন করে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং বীজ উৎপাদন কোম্পানীগুলি-কে সরবরাহ করা। এছাড়া ইনস্টিটিউটটি নব উদ্ভাবিত গমের জাতগুলির মান-ঘোষিত বীজ (টিএলএস-TLS, Truthfully Lebelled Seed) এবং ভুট্টার হাইব্রিড বীজ (F1) ও উৎপাদন করে থাকে, যা দিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলা বা উপজেলায় নতুন জাতগুলির প্রদর্শনী কৃষকের জমিতে স্থাপিত করে সেগুলির প্রসার করা হয়। এসব বীজ বিনামূল্যে বা সরকার নির্ধারিত মূল্যে কৃষকের কাছে সরবরাহ করা হয়। আরও বিবিধ গবেষণা কার্য সম্পাদনে এসব বীজ ব্যবহার হয়ে থাকে। আবার অন্যান্য বিভাগগুলি গম ও ভুট্টার চাষের আধুনিক পদ্ধতি, ফসল ও মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা, বপন পদ্ধতি, উপযুক্ত আগাছা ও বালাইনাশক বাছাই ইত্যাদি উদ্ভাবন করে থাকে। "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯"- বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালক মহোদয়ের দিক নির্দেশনায় "তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা ২০২১" প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। সুযোগ্য মহাপরিচালিকের নির্দেশনায় ২০২৩ সালে "তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা ২০২৩" প্রকাশ করা হলো।

"তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশকা ২০২৩" ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানটির সকল বিজ্ঞানী-কর্মকর্তা-কর্মচারী-শ্রমিক-এর নিজ নিজ কার্যবলী সম্পাদনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। নির্দেশকাটি তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আবেদনকারীদের তথ্য প্রাপ্তিতে গুরুত্বপুর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি.

সূচীপত্র

বিষয়সমূহ	পৃষ্ঠা নম্বর
১. তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালার পটভূমি এবং প্রয়োজনীয়তা	১-২
১.১ বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর পটভূমি	২
১.২ তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নের যৌক্তিকতা/উদ্দেশ্য	২
১.৩ নির্দেশিকার শিরোনাম	২
২. আইনগত ভিত্তিঃ তথ্য অধিকার আইনের আওতায় জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ	২-৩
২.১ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	২
২.২ অনুমোদনের তারিখ	২
২.৩ নীতি বাস্তবায়নের তারিখ	২
৩. সংজ্ঞা	৩-৪
৩.১ তথ্য	২
৩.২ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	৩
৩.৩ তথ্য প্রদান ইউনিট	৩
৩.৪ আপিল কর্তৃপক্ষ	৩
৩.৫ তৃতীয় পক্ষ	৩
৩.৬ তথ্য কমিশন	৪
৩.৭ প্রকল্প	৪
৪. তথ্যের শ্রেণীবিন্যাস এবং তথ্য প্রদান পদ্ধতি	৪-৫
৪.১ স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ এবং এর তালিকা	৪
৪.২ তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় এমন বিষয়সমূহের তালিকা	৫
৪.৩ উপরোক্ত ৪.২ অনুচ্ছেদের অন্তর্ভূক্ত সকল তথ্য আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রকাশযোগ্য হবে	৫
৫. তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি	৫
৬. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ	৫
৬.১ প্রধান কার্যালয় এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	৬
৬.২ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আপীল কর্তৃপক্ষ	৬
৬.৩ আঞ্চলিক কেন্দ্র/কেন্দ্র/উপকেন্দ্রসমূহ-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	৭
৬.৪ উপকেন্দ্রসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আপীল কর্তৃপক্ষ	৭
৭. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি	৭
৮. তথ্য প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সহায়ক/বিকল্প কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্মপরিধি	৭
৯. তথ্য প্রদানের পদ্ধতি	৭
১০. তথ্য প্রদানের সময়সীমা	৮
১১. তথ্যের মূল্য এবং মূল্য পরিশোধের নিয়মাবলী	৮
১২. আপীল কর্তৃপক্ষ এবং আপীল পদ্ধতি	৮
১৩. তথ্য প্রদানে অবহেলায় শাস্তির বিধান	৯
১৪. তথ্যাদি পরিদর্শনের সুযোগ	৯
১৫. জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি	৯
১৬. সংযুক্তি	৯-১৩
ফরম ক: তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র	১০
ফরম খ: তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ	১১
ফরম গ: আপীল আবেদন	১২
ফরম ঘ: তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি ও তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি	১৩

১. তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালার পটভূমি এবং প্রয়োজনীয়তা

১.১ বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর পটভূমি

পটভূমি

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট সদ্য প্রতিষ্ঠিত একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য নির্দেশনায় ত্বরান্বিত গম গবেষণা কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশে গমের গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয় এবং তা চলমান থাকে। এ কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার জন্য পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে দিনাজপুরের নশিপুরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে গম গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বিগত ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ খ্রি. তারিখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিনাজপুরে এক জনসভায় গম গবেষণা কেন্দ্র-কে পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউট-এ উন্নীতকরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জুলাই ১৯৯৯ থেকে জুন ২০০৭ খ্রি. মেয়াদে "গম গবেষণা কেন্দ্র-কে গম গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ব্রিজিং প্রকল্প" বাস্তবায়িত হয়। ২০০৬ সালে গম ফসলের সাথে ভুট্টাকে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিগত ০৮ জুন ২০১৪ খ্রি. তারিখে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত "বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন-২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয় এবং ৩১ অক্টোবর ২০১৬ খ্রি. তারিখে মন্ত্রীসভায় আইনটি চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। গত ১৩ নভেম্বর ২০১৭ খ্রি. তারিখে "বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন ২০১৭" মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয় এবং ২২ নভেম্বর ২০১৭ খ্রি. গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে উক্ত আইন বলবৎ হয়। এর প্রধান কার্যালয় দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার নশিপুরে অবস্থিত। একজন মহাপরিচালক প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিচালক ২টি উইং যথা (১) প্রশাসন ও অর্থ এবং (২) পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। খসড়া সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির অধীন ৫টি আঞ্চলিক কেন্দ্র, ১টি বীজ উৎপাদন কেন্দ্র, ১টি বীজ উৎপাদন উপকেন্দ্র, ১৪ টি বিভাগ, এবং ১০টি শাখা রয়েছে।

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বায়ত্বশাসিত জাতীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট। ইনস্টিটিউটের নির্বাহী প্রধান মহাপরিচালক, যিনি কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ইনস্টিটিউট সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য একটি সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী বোর্ড রয়েছে, যার সদস্য সংখ্যা ১৩ জন। ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক উক্ত বোর্ডের সভাপতি।

১.২ তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নের যৌক্তিকতা/উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর প্রধান কাজ হলো খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে গম ও ভুট্টার জাত এবং তাদের চাষাবাদে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা। গম ও ভুট্টার উচ্চ ফলনশীল জাত এবং উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবন, পোকা মাকড়-রোগবালাই দমন, আগাছা দমন ব্যবস্থাপনাসহ কৃষি যন্ত্রপাতি, শস্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা করা এবং উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তিসমূহ প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস ও উদবুদ্ধকরণের মাধ্যমে কৃষক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের নিকট হস্তান্তর করা। গবেষণা কার্যক্রম সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি তা নিশ্চিত করে থাকে। আর এ জন্য তথ্যের অবাধ প্রবাহ বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ পূরণকল্পে ইনস্টিটিউট প্রতিটি ক্ষেত্রে জনগণের তথ্য অধিকারকে নিশ্চিত করার নীতিতে একান্ত বিশ্বাসী।

"তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা ২০২১" তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রণীত "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯"- এর আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছিল। তারেই ধারাবাহিকতায় "তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা ২০২৩" দ্বিতীয় সংস্করণ হিসাবে প্রকাশ করা হলো। আশা করি, নির্দেশিকাটি প্রতিষ্ঠানটির স্টেকহোল্ডার যেমন, গবেষক, কৃষক, সপ্রসারণকর্মী, বীজ উৎপাদন কর্মী এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের যে কনো তথ্য পেতে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

১.৩ নির্দেশিকার শিরোনাম

তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা ২০২৩

২. আইনগত ভিত্তিঃ তথ্য অধিকার আইনের আওতায় জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ

২.১ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষঃ

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, নশিপুর, দিনাজপুর-৫২০০

২.২ অনুমোদনের তারিখঃ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিঃ

২.৩ নীতি বাস্তবায়নের তারিখঃ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিঃ

৩. সংজ্ঞাঃ

৩.১ তথ্য:

"তথ্য" অর্থে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, পত্র, প্রতিবেদন, নকশা, মানচিত্র, চুক্তিপত্র, বই, তথ্য-উপাত্ত, লগ বহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য, নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা উহাদের প্রতিলিপিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি ইহার অন্তর্ভুক্ত হবেনা ।

৩.২ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

তথ্য অধিকার আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় এবং প্রতিটি আঞ্চলিক কেন্দ্র/কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের জন্য একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয় এবং নিয়োগকৃত প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা তথ্য কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করা হয়।

৩.৩ তথ্য প্রদান ইউনিট

তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রধান কার্যালয়সহ আঞ্চলিক কেন্দ্র/কেন্দ্র/উপকেন্দ্রসমূহে একটি করে তথ্য প্রদানকারী ইউনিট থাকে, যা প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সময় সময় তথ্য হালনাগাদ করা হয়।

৩.৪ আপিল কর্তৃপক্ষ

প্রধান কার্যালয়ের ক্ষেত্রে মাননীয় সিনিয়র সচিব/সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ এবং আঞ্চলিক কেন্দ্র/কেন্দ্র/উপকেন্দ্রসমূহের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক আপীল কর্তৃপক্ষ হয়ে থাকে।

৩.৫ তৃতীয় পক্ষ

তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী বা তথ্য প্রদানকারী ব্যতীত আবেদনকৃত তথ্যের সাথে যুক্ত অন্য কোন পক্ষ বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়। এক্ষেত্রে কোনরূপ গোপনীয় তথ্য প্রদান করতে হলে সংশ্লিষ্ট তৃতীয় পক্ষের মতামত নিবেন। ১০ দিনের মধ্যে মতামত পাওয়া না গেলে তথ্য সরবরাহ করা হবে, এই মর্মে পত্রে সংশ্লিষ্ট তৃতীয় পক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করা হবে।

৩.৬ তথ্য কমিশন

তথ্য অধিকার আইন-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত কমিশন

৩.৭ প্রকল্প

প্রতিষ্ঠানের সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থা কিংবা অন্য কোন সংস্থা হতে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় পরিচালিত প্রকল্পসমূহকে বুঝায়।

৪. তথ্যের শ্রেণীবিন্যাস এবং তথ্য প্রদান পদ্ধতি

৪.১ স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ এবং এর তালিকা

এই শ্রেণীর আওতাভূক্ত তথ্যগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১) প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ;

২) প্রতিষ্ঠানের প্রবিধানমালা, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনা ও ম্যানুয়েল;

৩) প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় এবং আঞ্চলিক কেন্দ্র/কেন্দ্র/উপকেন্দ্রসমূহের গবেষণাসহ সকল কার্যক্রম;

৪) সকল প্রকাশিত প্রতিবেদন;

৫) কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য;

৬) দায়িত্বরত কর্মকর্তা/কর্মকর্তাগণের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা;

৭) মহাপরিচালক, পরিচালকসহ কর্মরত কর্মকর্তাগণের নাম, পদবী ও যোগাযোগের ঠিকানা;

৮) প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার নীতিমালাসমূহ;

৯) সকল প্রকার প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরী প্রতিবেদনসমূহ;

১০) সকল বিজ্ঞপ্তি।

উপরোক্ত তথ্য “তথ্য অধিকার আইন ২০০৯” অনুযায়ী স্বপ্রণোদিতভাবে প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে (www.bwmri.gov.bd) প্রকাশিত থাকে। চাহিদা অনুযায়ী কোন তথ্য প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে পাওয়া না গেলে, তাহলে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনকারী /চাহিদাকারীগণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ের তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর (ঠিকানা- তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, নশিপুর, দিনাজপুর-৫২০০) আবেদন করতে পারবেন।

৪.২ তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়, এমন বিষয়সমূহের তালিকা

কিছু তথ্য আছে, যা কোন নাগরিককে প্রদান করতে প্রতিষ্ঠান বাধ্য নয়। সে সব তথ্যের তালিকা "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান-এর কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত হয়। প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক এটি অনুমোদন করে থাকে। এ তালিকাটি ৬ মাস পর পর কিংবা প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যালোচনা করে সংযোজন/বিয়োজন করা হয়। নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রতিষ্ঠান কোন নাগরিককে প্রদান করতে বাধ্য নয় যথাঃ

১) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য;

২) তদন্তাধীন কোন বিষয় যার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এরূপ তথ্য;

৩) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এরুপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;

৪) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয়-এইরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোন তথ্য;

৫) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;

৬) কোন ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপণীয় তথ্য;

৭) কোন ক্রয় কার্যক্রমের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য ।

৪.৩ উপরোক্ত ৪.২ অনুচ্ছেদের অন্তর্ভূক্ত তথ্য ব্যতিরেকে স্বপ্রণোদিত তথ্যসহ অন্যান্য সকল তথ্য আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রকাশযোগ্য হবে।

৫. তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

নিম্নলিখিত উপায়ে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ হবে।

- প্রতিনিয়ত তথ্য হালনাগাদকরণ এর মাধ্যমে;
- অফিসিয়াল ওয়েব সাইট (www.bwmri.gov.bd) এর মাধ্যমে;
- অন্যান্য পদ্ধতি যেমনঃ মোবাইল এপস্, কম্পেক্ট ডিস্ক (CD), ভিডিও কনফারেন্সিং ইত্যাদির মাধ্যমে।

৬. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতি বাস্তবায়ন এবং তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পদবী ও ঠিকানাঃ

৬.১ প্রধান কার্যালয়-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	**বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা**
নামঃ	ড. মোসা. মাসুমা আখতার	ড. মো. আবুল আওলাদ খান
পদবীঃ	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
অফিসের	কৌলিসম্পদ ও বীজ বিভাগ,	গম প্রজনন বিভাগ
ঠিকানাঃ	বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা	বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা
	ইনস্টিটিউট, নশিপুর, দিনাজপুর-৫২০০	ইনস্টিটিউট, নশিপুর, দিনাজপুর-৫২০০
ফোনঃ	০৫৩১-৬৩৩৪২	০৫৩১-৬৩৩৪২
মোবাইল ফোনঃ	০১৭১৫-২০৫১৪৪	০১৭১৭-৫১০০৭১
ফ্যাক্সঃ	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে
ই-মেইলঃ	masuma_73@yahoo.com	aakhanwrc@gmail.com
ওয়েবসাইটঃ	www.bwmri.gov.bd	www.bwmri.gov.bd

৬.২ প্রধান কার্যালয়-এর আপীল কর্তৃপক্ষঃ

নামঃ	ওয়াহিদা আক্তার
পদবীঃ	সচিব
অফিসের ঠিকানাঃ	কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
ফোনঃ	০২-৫৫১০০১০০
মোবাইল ফোনঃ	০১৩১৬-১০৫৯৫৫
ফ্যাক্সঃ	০২-২২৩৩৫৬৫৬৫
ই-মেইলঃ	secretary@moa.gov.bd
ওয়েব সাইটঃ	www.moa.gov.bd

৬.৩ আঞ্চলিক কেন্দ্র/কেন্দ্র/উপকেন্দ্রসমূহ-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

প্রযোজ্য নহে (বিঃদ্রঃ আঞ্চলিক কেন্দ্র, কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রসমূহ-তে এখনও জনবলের অভাবে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়নি)

৬.৪ আঞ্চলিক কেন্দ্র/কেন্দ্র/উপকেন্দ্রসমূহ-এর আপীল কর্তৃপক্ষঃ

প্রযোজ্য নহে

৭. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি

তথ্য প্রদান কমিটিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মকর্তাগণ ৪.২ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত তালিকায় অন্তর্ভূক্ত তথ্য ব্যতিত যে কোন তথ্য সরাসরি তথ্য চাহিদাকারীকে প্রদান করতে পারবেন। তিনি তথ্যের আবেদনপত্র বাছাই, তথ্য চাহিদাকারীর সাথে যোগাযোগ ও তথ্য অবমুক্তকরণ সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরী করবেন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আবেদনকারীকে প্রদান করবেন।

৮. তথ্য প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সহায়ক/বিকল্প কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্মপরিধি

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মকর্তাগণ এর অনুপস্থিতিতে তাঁদের ন্যায় সহায়ক/বিকল্প কর্মকর্তাগণ ৪.২ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত তালিকায় অন্তর্ভূক্ত তথ্য ব্যতিত যে কোন তথ্য সরাসরি তথ্য চাহিদাকারীকে প্রদান করতে বাধ্য থাকিবেন।

৯. তথ্য প্রদানের পদ্ধতি

তথ্য চাওয়ার এবং প্রদানের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-রয়েছে। তা অনুযায়ী, কোন ব্যক্তি তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট লিখিতভাবে বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া বা ই-মেইলের মাধ্যমে অনুরোধ জানালে, উক্ত কর্মকর্তা তথ্য অধিকার আইনে উল্লেখিত নির্দিষ্ট কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন। এছাড়া, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন কারণে তথ্য প্রদানে অপারগ হলে, নির্দিষ্ট কার্যদিবসের মধ্যে অনুরোধকারীকে অবহিত করবেন।

শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তথ্য চাহিদাকারী হলে তার উপযুক্ত করে তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ বিষয়ে দক্ষ ও পারদর্শী প্রতিষ্ঠানের অন্য কোন কর্মকর্তার সহযোগিতা নিতে পারবেন।

১০. তথ্য প্রদানের সময়সীমা

যে কোন ব্যক্তি তথ্য অধিকার আইনের অধীন তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য প্রদানের অনুরোধ জানালে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করবেন। তবে, তথ্য প্রপ্তির বিষয়গুলির মধ্যে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে উক্ত অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন। এছাড়া, কোন তথ্য অপ্রকাশযোগ্য হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অপ্রকাশের কারণ জানিয়ে আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে জানাবেন।

১১. তথ্যের মূল্য এবং মূল্য পরিশোধের নিয়মাবলী

১) আবেদনকৃত কোন তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সরবরাহরে জন্য প্রস্তুত থাকলে তিনি উক্ত তথ্যের যুক্তিসংগত মূল্য নির্ধারণ করবেন এবং উক্ত মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য আবেদনকারীকে অবহিত করবেন।

২) ছাপানো তথ্যের জন্য যে মূল্য নির্ধারিত রয়েছে সেই প্রতিবেদন বা ছায়ালিপির জন্য উক্ত মূল্য পরিশোধ করতে হবে। উক্ত মূল্য তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর তফসিল 'ঘ' ফরম (সংযুক্ত) অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

১২. আপীল কর্তৃপক্ষ এবং আপীল পদ্ধতি

আবেদনকারী ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পেলে বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার বা ক্ষেত্রমত, সিদ্ধান্ত লাভ করার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীলের কারণ উল্লেখ পূর্বক সাদা কাগজে বা তথ্য অধিকার বিধিমালার ফরম 'গ' (সংযুক্ত) অনুযায়ী আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করতে পারবেন।

সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষ পরবর্তী ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে আপীল নিস্পত্তি করবেন। তথ্য প্রাপ্তির আপীলসমূহ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ২৪ এবং ২৮ অনুযায়ী বিবেচনা করা হবে। আপীল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত রায় বলে বিবেচিত হবে। এ ব্যাপারে সংক্ষুব্ধ হলে তথ্য চাহিদাকারী তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন।

১৩. তথ্য প্রদানে অবহেলায় শাস্তির বিধান

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কোন যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া যদি,

১) হীন বা অসৎদুদ্দেশ্যে তথ্য প্রাপ্তির কোন অনুরোধ বা আপীল প্রত্যাখান করেন

২) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদান করতে কিংবা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানে ব্যর্থ হন;

৩) তথ্য প্রাপ্তির কোন অনুরোধ বা আপীল গ্রহণ প্রত্যাখ্যান করেন;

৪) যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করা হয়েছিল, তা প্রদান না করে ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য প্রদান করেছেন কিংবা

৫) কোন তথ্য প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন, তাহল তথ্য কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উক্ত রুপ কার্যের তারিখ হতে তথ্য সরবরাহের তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিনের জন্য ৫০ টাকা হারে জরিমানা আরোপ করতে পারবেন এবং এইরুপ জরিমানা কোনক্রমেই ৫০০০/-এর অধিক হবেনা।

১৪. তথ্যাদি পরিদর্শনের সুযোগ

“তথ্য অধিকার আইন ২০০৯” এর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত তথ্য প্রতিবেদন বিনামূল্যে সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য সহজলভ্য ও উম্মুক্ত থাকবে। প্রতিবেদনের কপি নামমাত্র মূল্যে বিক্রয়ের জন্য মজুদ রাখা হবে। এছাড়া, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রকাশনা জনগণের নিকট উপযুক্ত মূল্যে সহজলভ্য করা হবে।

১৫. জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে যে কোন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ে সময় সময় প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে তথ্য অবমুক্ত করা হবে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন মুখপাত্র প্রেস ব্রিফিং করবেন।

১৬. সংযুক্তি

সংযুক্তি-১: তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

সংযুক্তি-২: তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ

সংযুক্তি-৩: আপীল আবেদন

সংযুক্তি-৪: তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি ও তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি

ফরম ক

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

১। আবদনকারীর নাম: .....

পিতার নাম: .....

মাতার নাম: .....

বর্তমান ঠিকানা: .....

স্থায়ী ঠিকানা: .....

ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর
(যদিথাকে): .....

পেশা: .....

২। কি ধরণের তথ্য (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন): .....

.....

.....

৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ফটোকপি/ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি): .....

৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা: .....

.....

৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা: .....

.....

৬। তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা: .....

.....

.....

৭। আবেদনের তারিখ: .....

আবেদনকারীর নাম, স্বাক্ষর
তারিখঃ

ফরম খ

তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ

আবেদনত্রের সূত্র নম্বরঃ তারিখঃ.....

প্রতি

আবেদনকারীর নামঃ .....

ঠিকানাঃ .....

.....

বিষয়ঃ তথ্য সরবরাহের অপারগতা সম্পর্কে অবহিতকরণ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার ..... তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থিত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভব হইল না, যথা-

১। .....

.....

২। .....

.....

৩। .....

.....

(.....)
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম
পদবীঃ
দাপ্তরিক সীল

ফরম গ

আপীল আবেদন

১ । আবদনকারীর নাম ও ঠিকানা যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহঃ .....
.....
.....

২ । আপীলের তারিখঃ .....

৩ । যে আদেশের বিরম্নদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহার কপি (যদি থাকে)ঃ .....
.....

৪ । যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে)ঃ .....
.....
.....

৫ । আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ .....

৬ । আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)ঃ .....

৭ । প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তিঃ .....

৮ । আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়নঃ .....

৯ । অন্য কোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেনঃ .....
.....
.....

_____
আপীলকারীর স্বাক্ষর

ফরম ঘ

তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি

তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত টেবিলের কলাম (২) এ উল্লিখিত তথ্যের জন্য উহার বিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত হারে ক্ষেত্রমত তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য হইবে, যথাঃ-

ক্রমিক নং	তথ্যের বিবরণ	তথ্য পাপ্তির অনুরোধ ফি/তথ্যের মূল্য
(১)	(২)	(৩)
১।	লিখিত কোন ডকুমেন্টের কপি সরবরাহের জন্য (ম্যাপ, নকশা, ছবি, কম্পিউটার প্রিন্টসহ)	এ-৪ ও এ-৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হারে এবং তদূর্ধ্ব মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য।
২।	ডিস্ক, সিডি ইত্যাদিতে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে	(১) আবেদনকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে; (২) তথ্য সরবরাহকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে উহার প্রকৃত মূল্য।
৩।	কোন আইন বা সরকারি বিধান বা নির্দেশনা অনুযায়ী কাউকে সরবরাহকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে	বিনামূল্যে।
৪।	মূল্যে ও বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে	প্রকাশনায় নির্ধারিত মূল্য।

কমিশনের আদেশক্রমে